দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 NOV 1998 কলাম 7

2

ফোকাস

কৃষি শিক্ষা প্রসারে যা করণীয়

খুরশিদ আলম কাজল

কৃষিই যে দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির মূল ভিত্তি সেখানে কৃষি শিক্ষাকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। নোবেল বিজয়ী কৃষিবিদ ডঃ নরম্যান বোরলগের 'সবুজ বিপ্লব' ইতিহাস কৃষি শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব আরও অনেক বেশী। একদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, অপরদিকে সীমিত ভূমি সম্পদ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে জটিল থেকে জটিলতর করছে। এ সমস্যা মোকাবেলা করতে হলে চাহিদামাফিক নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার ব্যাপক ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর এ জন্যই প্রয়োজন কৃষি শিক্ষার প্রসার, যাতে কৃষি শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা যায়। দু'হাজার সাল আমাদের দরজায় করাঘাত করছে। একবিংশ শতাব্দীকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছি আমরা। উন্নয়নের আরও অনেক খাতেরই স্লোগান রচিত হয়েছিল দু'হাজার সালকে সামনে রেখে, যেমন দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য, দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা ইত্যাদি। দেশে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এসব স্লোগানের অধিকাংশই সংশোধিত হবে দু'হাজার সাল এসে গেলে। কেননা স্পষ্টতই এই স্লোগানে বিধৃত লক্ষ্য তখনও অর্জিত হবে না। তখন হয়ত টার্গেট হবে আরও দশ-পনের বছর পিছিয়ে দিয়ে ধ্বনিত হবে সংশোধিত স্লোগান। মানব সম্পদ উন্নয়নে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি দেশের বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের পথ সুগম হয়। প্রযুক্তিজ্ঞান ছাড়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষক সমাজের ভাগ্য পরিবর্তন তথা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব হবে না। কৃষি নির্ভর বাংলার অর্থনীতি শক্তিশালী ও গতিশীল করতে হলে কৃষি শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই তা সম্ভব। জাপানের মত শিল্পোন্নত দেশে যেখানে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম, সেখানে ৬টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০টি কৃষি অনুষদ হতে বছরে প্রায় ১০,০০০ কৃষি গ্রাজুয়েট বের হয়। ভারতে ২৭টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানে ৩টি। ফিলিপাইনে বিশ্ববিদ্যালয়সহ ২৭১টি কৃষি ইনস্টিটিউট থেকে কৃষি ডিগ্রী দেয়া হয়। এ সকল দেশে যদি প্রতি বছর হাজার হাজার কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরীর যৌক্তিকতা থাকে, তাহলে শিল্পে পশ্চাতপদ বাংলাদেশের মত কৃষি নির্ভর দেশে কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরীর সংখ্যা বছরে মাত্র ১০০০-এ সীমিত রাখার যৌক্তিকতা কোথায়? বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার প্রবর্তন অত্যন্ত নিকট অতীতের ইতিহাস। শেরেবাংলার অদম্য প্রচেষ্টায় ১৯৩৮ সালে তদানীন্তন কৃষি বিভাগের আওতায় ঢাকার শেরেবাংলা নগরে বঙ্গীয় কৃষি ইনস্টিটিউট (বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট, ঈইঅ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি শিক্ষা এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। শেরেবাংলার স্বপ্ন ছিল এই ইন্সটিটিউট একদিন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হবে। কিন্তু তার স্বপ্ন আর পূর্ণ হয়নি। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ হিসেবে যখন অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে কৃষি গ্রাজুয়েট বের করছিল তখন ১৯৬২ সালে ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ স্থগিত করে, উক্ত ইনস্টিটিউটের মতামতকে উপেক্ষা করে জোরপূর্বক মফস্বল কলেজের ন্যায় বাকৃবি-এর অধিভুক্ত করা হয়। এটা ছিল কৃষি শিক্ষার প্রসারে শেরেবাংলার এই মহান কীর্তির উপর চরম আঘাতস্বরূপ। এর প্রায় ২৪ বছর পর ১৯৮৪ সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের পটুয়াখালীতে একটি কৃষি কলেজ এবং '৮৮ সালে দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুরে তৃতীয় একটি কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও রয়েছে ইপসা, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ১২টি ডিপ্লোমা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। বাংলাদেশে বিবর্তনের পথ ধরে উচ্চতর কৃষি শিক্ষা আজ যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তা কি আমাদের জন্য যথার্থ? কোনক্রমেই না। খাদ্য ঘাটতি রয়েছে ২০ লাখ ৭৭ হাজার মেঃ টন। বাংলাদেশে ফাও প্রতিনিধি হেরোরিকী কনুসা ২০১০ সালের মধ্যে আমাদের খাদ্য উৎপাদন ২ কোটি ৯০ লাখ টনে উন্নীত করতে বলেছেন। কারণ এ সময়ে দেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। এসব প্রেক্ষাপটে কতগুলো মৌলিক প্রশ্ন আমাদের সামনে হাজির হয়— ১। দেশের একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কৃষি কলেজ, গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়নে কতটা সক্ষম হয়েছে বা হবে কি? ২। কৃষি শিক্ষার পরিধি এবং কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পর্যাপ্ত কিনা? ৩। বর্তমান কৃষি শিক্ষা কতটা বাস্তবমুখী ও তার গুণগত মান আশানুরূপ কিনা।

প্রথম প্রশ্নোত্তরে বলা যায়— যথেষ্ট ব্যর্থতা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যদিও বেশ কিছু কৃষি গ্রাজুয়েট বেকারত্বের বোঝা বহন করছে, চাকরির সংস্থান হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের দেশের শতকরা ৮০ ভাগ কর্মজীবীই সরাসরি কৃষির সাথে জড়িত। গুণগতমানে কৃষি শিক্ষার পাঠ্যক্রম অনেকটা তাত্ত্বিক এবং গতানুগতিক। প্রায়োগিক কৃষি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং ইনটার্নশীপের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের কোন সুযোগ এতে নেই। বর্তমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার দীর্ঘ এক বছর পড়াশুনার পর বার্ষিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্রদের মূল্যায়ন করা হয়।

তাছাড়া কৃষি কলেজগুলো বর্তমানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিএআরআই (BARI)-এর দ্বৈত শাসনের যাঁতাকলে কোমর ভেঙে পড়ার উপক্রম। এ প্রেক্ষাপটে, কৃষি শিক্ষার গুণগতমান এবং জাতীয় উন্নয়নে তার ভূমিকা ও অবদান জোরদারকল্পে কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি অতীব জরুরী। এজন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, জাহাঙ্গীরনগর এবং প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পূর্ণাঙ্গ কৃষি অনুষদ খোলা যেতে পারে।

কেবলমাত্র উচ্চতর কৃষি শিক্ষা প্রদানের জন্য পৃথক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কোনই প্রয়োজন পড়ে না। অনেক কম খরচে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ (খোলা হলে) হতে উন্নতমানের কৃষিবিদ তৈরী করা যাবে, যা সারা বিশ্বে চালু আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেই প্রথম এ উদ্যোগ নিতে হবে।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এ কে আজাদ চৌধুরীও ঢাঃবিঃ-তে কৃষি অনুষদের অভাব ও প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি কৃষি ইনস্টিটিউটকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ হিসেবে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা করা দরকার বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

অতীতে ২৪ বছর এই ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ হিসেবেই তো ছিল। উল্লেখ্য যে, ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১০ জন ছাত্র নিয়ে একটি কৃষি অনুষদ চালুও করেছিল, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের প্রতি দাবী করছি, এই বিশ্ববিদ্যালয় তার পূর্বের হারানো কৃষি অনুষদকে ফিরিয়ে নিয়ে নতুন আঙ্গিকে বিশ্বমানের একটি কৃষি অনুষদ চালু করুক।